বইয়ের জগতে

ডঃ কে. এম. করিম

পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ মানব সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। শতাব্দীর শ্রমলব্ধ জ্ঞানের প্রচার ও সংরক্ষণ এরই মাধ্যমে সম্ভবপর হয়েছে বলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান সীমিত মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। তাই বর্তমানে জ্ঞানের বহুল প্রচারের ফলে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পর প্রধানত প্রশাসনিক ও ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই বিদেশী প্রশাসকগণ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ক্ষেত্রেও এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ শাসনের গোড়াতেই মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প প্রশাসককে বহুলাংশে শক্তিশালী করে এবং ইউরোপীয় ধর্ম, চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে এ দেশীয় লোকদের পরিচয় করাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ইংরেজ শাসন আমলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। তাছাড়া, সংবাদপত্র শিল্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ যন্ত্রের বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয়। মোট কথা, উপমহাদেশে মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও ভাবধারার বহুল প্রসার ও প্রচার ঘটে।

বর্তমান শতকে মুদ্রণ ও প্রকাশন শিল্পের যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। যেমন অত্যাধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে নানা ধরনের অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে এবং ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানের বাহক হিসেবে যেগুলি জনসাধারণের ব্যবহারে আসছে। তবুও এ বিষয়ে কতগুলো মূল্যবান প্রশ্ন থেকে যায়। আমাদের দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্যের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রশ্ন তলিয়ে দেখা দরকার। পুস্তক প্রকাশনার মত একটি বিরাট সমস্যাকে আমাদের দেশে এ ব্যাপারে অবহেলা করা যায় না। ব্যাপক পুস্তক প্রকাশনা সম্পর্কে বলতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়, যেমন (১) কাগজ শিল্প (২) মুদ্রণ শিল্প, (৩) প্রকাশনা শিল্প, (৪) লেখক শ্রেণী, (৫) পাঠক ও তার চাহিদা, (৬) পুস্তক প্রকাশনা ও সর্বজনীন শিক্ষা, (৭) পুস্তক প্রকাশনা ও জাতীয় ঐতিহ্য।

পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে কাগজের কি ভূমিকা সেটা এখানে উল্লেখ রা বাহুল্য বলে মনে করি। বর্তমানে আমাদের দেশে অন্যান্য বস্তুর মত কাগজের দামও বহুলাংশে বেড়েছে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধি প্রকাশনা শিল্পের প্রসার লাভের অন্তরায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর পরে আসে মুদ্রণযন্ত্র। উন্নতমানের মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে মুদ্রণ শিল্পেরও যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে মুদ্রণ কার্যে ক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের উপর প্রকাশনা শিল্প বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উন্নত দেশে প্রকাশনা একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। আকার ও বিষয়বস্তু ভেদে বর্তমানে প্রকাশিত পুস্তকাদি যে কত প্রকারের হতে পারে তার হিসেব নেই। ইউনেস্কোর সংজ্ঞায় বই-এর অন্ততঃ ৪৯ পৃষ্ঠা থাকতে হবে এবং তার কম ও ৫ পৃষ্ঠার বেশী হলে তাকে আবার পুস্তিকা বা প্যাম্পলেট বলা হয়। প্রকাশিত বস্তু দুভাবে —নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে প্রকাশ লাভ করে। যাহোক পুস্তক প্রকাশন পরিসংখ্যানে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন: (ক) সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদি (খ) বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থাদি।

প্রকাশনা বিষয়ে সরকারী ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এ ধরনের প্রকাশনার মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, খতিয়ান, কার্যাবলীর বিবরণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন, স্মারকলিপি, আদেশ ও উপদেশ নির্দেশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে সাহিত্যকর্ম ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রকাশনা ছাড়াও বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী, আয়কর, শুল্ক, সামরিক ও বেসামরিক আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প, পর্যটন সংক্রান্ত অসংখ্য প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া সময়সূচী, ঠিকানা, মূল্যতালিকা, দূরালাপনী নির্দেশিকা, প্রদর্শনী ও মেলার কর্মসূচী বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানীর নির্দেশিকা, পঞ্জিকা ইত্যাদিরও উল্লেখ করতে হয়। গানের বই, রম্য ও এলাকার মানচিত্র, ভ্রমণ মানচিত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্ঞানানুসন্ধান বিদ্যা, ভূবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তিকাদিকেও উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশে বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ প্রকাশনার ক্ষেত্র দখল করে আছে। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকসহ সাহায্যকারী অন্যান্য পুস্তক আমাদের প্রকাশনা ক্ষেত্র বিশেষভাবে দখল করে আছে। বাংলাদেশের মত দারিদ্র দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার এবং মাথাপিছু আয় কম সেখানে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য ধরনের পুস্তকের পাঠক সংখ্যা কম হতে বাধ্য। তাছাড়া, সাক্ষরতার সঙ্গেও পাঠকের সংখ্যার সম্পর্ক বিদ্যমান। এমনিতেই যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী সেখানে পুস্তকাদির মহার্ঘতা নিঃসন্দেহে বর্তমান অবস্থাকে আরও কঠিন ও সমস্যাময় করে তুলবে। প্রকাশনা ক্ষেত্রে শিশু-সাহিত্যসহ অন্যান্য ধরনের ছবির বইও অন্যতম। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার গবেষণামূলক গ্রন্থাদিও উল্লেখ করতে হয়। তবে সেগুলির সংখ্যা অতি নগণ্য। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি ও প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির সংখ্যাও খুব কম। সে তুলনায় বর্তমানে সাহিত্য ও শিল্পের উপর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা বেশী। তাছাড়া দেশের বেশীর ভাগ অধিবাসী যারা এখনও গ্রামকেন্দ্রীক সমাজে বাস করে তাদের জন বিভিন্ন ধরনের নিম্নস্তরের সামাজিক ও উপাখ্যান সংক্রান্ত পুস্তকাদির বহুল প্রচার লক্ষণীয়। বর্তমানে বিদেশী বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই-এর বেআইনী প্রকাশনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাঠকের সংখ্যা ও চাহিদার সঙ্গে প্রকাশনার সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। আঞ্চলিকভাবে এর তারতম্য হতে বাধ্য। শিল্পায়িত অঞ্চলে পাঠকের মনের চাহিদা যেমন, কৃষিকার্যে ব্যাপৃত সাধারণ কৃষকের পুস্তকের চাহিদা অন্য প্রকার। তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পুস্তকের চাহিদা বিভিন্ন প্রকারের। বাংলাদেশের আজ পর্যন্ত পাঠকের সংখ্যা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। সাক্ষরতা আন্দোলন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পুস্তকের চাহিদা থাকাও স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

এটা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্য জাতীয় শিল্পকর্মকে নিছক কোন ব্যবসায়ী ধরনের মোহাই দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে শিল্প ও সাহিত্যের প্রকাশনার যে সুযোগ আমাদের দেশে দেওয়া উচিত তা পাওয়া যায় না। কেউ কি ইচ্ছে করলেই কোন সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করতে পারেন? তার জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তা অনেকেই হয়ত বহন করতে পারেন না। সুতরাং সেদিক থেকে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যার ফলে শিল্পকর্মের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ না হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রকাশনা ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা ও চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পাঠকের প্রয়োজন ও লেখকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশনার বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পুস্তক প্রকাশনা ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে দু একটা কথা না বলে পারা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকাশনার যেমন মূল্য, তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকাশিত গ্রন্থাদির কপি সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বে ঐতিহাসিক মূল্য সম্পন্ন সরকারী দলিল দস্তাবেজ যেমন সংরক্ষণ করা হয় সেইরূপভাবে আইনের মাধ্যমে কোন দেশে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকাদি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। সংগৃহীত পুস্তকাদির তালিকা প্রস্তুত করে গ্রন্থপঞ্জী আকারে প্রকাশ করাও এই গ্রন্থাগারের কর্তব্য। প্রকাশিত পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জী কোন জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ষেত্রে উন্নতির মাপকাঠি ও মানদন্ড হিসাবে কাজ করে। পুস্তক পুস্তিকা সংরক্ষণ জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি অধ্যায়। এ দায়িত্ব সাধারণতঃ প্রত্যেক দেশে

(৮-এর কঃ পঃ)

(৮-এর কঃ পর)

কোন আইনের আওতায় জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গণগ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও সংরক্ষণ করে থাকে। তাছাড়া আছে এমন সব সংস্থা যার মাধ্যমে প্রকাশিত গ্রন্থের সংবাদাদি জনসাধারণের নিকট পৌঁছায়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, বাংলাদেশ বুক ইনটারন্যাশনালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার করছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক কারণে হয়ত প্রকাশিত গ্রন্থের বিক্রয় বা ব্যবহার কম হতে পারে, তবুও এর একটা মানসিক দিক যে নেই তা বলা যায় না। কারণ মনের চাহিদা মেটানোর জন্য চাই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে বেশি পাঠক এবং প্রকাশিত হবে অসংখ্য পুস্তক। তবে তার জন্য প্রকাশনা শিল্পকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে নিকট থেকে তাদের মনমত প্রকাশিত গ্রন্থ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আইনগতভাবে প্রকাশিত গ্রন্থের সংরক্ষণের প্রয়োজনে চিহ্নিত গ্রন্থাগারই সাধারণতঃ জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রকাশকগণ প্রকাশিত গ্রন্থের শতকরা কত ভাগ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেন সেটা লক্ষণীয়। কারণ এ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে প্রকাশকগণ কর্তৃক জমাকৃত পুস্তকের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। এর একটি কারণ এই যে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের বহুল প্রচার ঘটেনি এবং এর এখনও নিজস্ব সংরক্ষণাগার নেই। তাছাড়া আরও একটি অন্যতম কারণ হল এই যে প্রকাশকদের জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাকে (যেমন পাবলিকেশন ডাইরেক্টর, রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন) নির্দিষ্ট সংখ্যার পুস্তক বিনামূল্যে জমা দিতে হয়। তাকে কেউ কেউ আর্থিক ক্ষতি বলে মনে করেন। ফলে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক জমা দেওয়ার আবেদন রক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অনীহা দেখা যায়। এর ফলে জাতীয় গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে জমাকৃত পুস্তকের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বেশি নয়।